অষ্টম অধ্যায়

শিল্প

[বাংলাদেশের জিডিপি'তে শিল্পখাতের অবদান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৪-১৫ অর্থবছরে স্থির মূল্যে (ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬) জিডিপি'তে সার্বিক শিল্পখাতের (broad industry) অবদান প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩০.৪২ শতাংশ,যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ছিল ২৯.৫৫ শতাংশ। খনিজ ও খনন, ম্যানুফ্যাকচারিং, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ-এ চারটি খাতের সমন্বয়ে সার্বিক শিল্পখাত গড়ে উঠেছে। এ সকল খাতের মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান সর্বোচ্চ। স্থির মূল্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবে জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ২০.১৭ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ছিল ১৯.৪৭ শতাংশ। একই সাথে দেশের সব ধরণের শিল্পখাত যথা উৎপাদন শিল্প, জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য জ্বালানি শিল্প, কৃষি ও বনজ শিল্প, খনিজ সম্পদ আহরণ ও প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, পর্যটন ও সেবা শিল্প, নির্মাণ শিল্প, তথ্য ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পসহ অন্যান্য শিল্পের পরিবেশবান্ধব বিকাশ ও উন্নয়নকল্পে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে "শিল্পনীতি ২০১০" ঘোষণা করা হয়েছে। এ নীতি নারীর উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাসহ নারীদেরকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র দূরীকরণে ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে জমি ও অর্থায়ন এবং ব্যবসায় সহায়তামূলক সেবা লাভের ক্ষেত্রে নারীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার পদক্ষেপ শিল্পনীতিতে বিধৃত হয়েছে। পাশাপাশি, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানকল্পে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্পঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। ফলে শিল্পখাতে ঋণ বিতরণ ও আদায় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে শিল্পখাতের দ্রুত বিকাশের জন্য ইপিজেডসমূহ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণসহ দেশে শিল্পখাত বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ইপিজেডসমূহে বিনিয়োগ ও রপ্তানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহে প্রকৃত বিনিয়োগ হয়েছে ২৬১.৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ১১.২৯ শতাংশ বেশি। অপরদিকে, চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত ইপিজেড হতে রপ্তানির পরিমাণ ৩,৮৮১.৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থ বছরের একই সময়ের চেয়ে ১০.১৩ শতাংশ বেশি।]

বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে শিল্পায়ন। দেশজ উৎপাদে (জিডিপি) অর্থনীতির এ গুরুত্বপূর্ণ খাতের অবদান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জিডিপি'তে সার্বিক শিল্পখাতের (broad industry) অবদান ২৯.৫৫ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ৩০.৪২ শতাংশ বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে (বিবিএস, সাময়িক হিসাব)। দেশের জাতীয় আয়ে অবদান রাখে এরূপ ১৫ টি খাতের মধ্যে চারটি খাতের (খনিজ ও খনন; ম্যানুফ্যাকচারিং; বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ) সমন্বয়ে শিল্পখাত গড়ে উঠেছে। চারটি খাতের মধ্যে জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান সর্বোচ্চ। স্থির মূল্যে (ভিত্তি বছরঃ ২০০৫-০৬) চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবে জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ২০.১৭ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা গত অর্থবছরে ছিল ১৯.৪৭ শতাংশ। সারণি ৮.১ -এ ২০০৬-০৭ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে জিডিপি ও অর্জিত প্রবৃদ্ধি দেখানো হলো।

সারণি ৮.১ঃ জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের জিডিপি ও প্রবৃদ্ধির হার

(২০০৫-০৬ অর্থবছরের স্থির মূল্যে)

(কোটি টাকায়)

শিল্প	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	১৬১১২.৯ (৯.৪৮)	১৭২৬৪.৬ (৭.১৫)	১৮৫২৫.৩ (৭.৩০)	২০০৩৯.৫ (৮.১৭)	২১১৭৬.০ (৫.৬৭)	২২৫৬৯.১ (৬.৫৮)	২৪৫৫৭.৯ (৮.৮১)	২৬১১৩.১ (৬.৩৩)	২৮৯০৭.১ (১০.৭০)
মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্প	৬৫৪৯৯.৬ (১০.৮০)	৭০৩৩১.২ (৭.৩৮)	৭৪৯৩৩.৬ (৬.৫৪)	৭৯৬৩১.৪ (৬.২৭)	৮৮৪৭৫.৩ (১১.১১)	৯৭৯৯৮.৩ (১০.৭৬)	১০৮৪৩৬.২ (১০.৬৫)	১১৮৫৪০.৩ (৯.৩২)	১৩০৬৭৫.৫ (১০.২৪)
মোট	৮১৬১২.৫ (১০.৫৪)	৮৭৫৯৫.৮ (৭.৩৩)	৯৩৪৫৮.৯ (৬.৬৯)	৯৯৬৭০.৯ (৬.৬৫)	১০৯৬৫১.৪ (১০.০১)	১২০৫৬৭.৪ (৯.৯৬)	১৩২৯৯৪.১ (১০.৩১)	১৪৪৬৫৩.৪ (৮.৭৭)	১৫৯৫৮২.৬ (১০.৩২)

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। নোটঃ বন্ধনীর ভিতর শতকরা প্রবৃদ্ধির হার। * সাময়িক।

শিল্প নীতি

শিল্পায়ন বা শিল্পখাতকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচনা করে দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে ২০১১ সালে যুগোপযোগী ''শিল্প নীতি ২০১০'' ঘোষণা করা হয়। উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, নারীদেরকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র দূরীকরণ এ নীতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। এ সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিল্পনীতিতে যথাযথ কৌশলাদি (strategies) বর্ণিত হয়েছে। শিল্পনীতি বাস্তবায়নে সমন্বিত উদ্যোগ এবং ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সুবিধাভোগীদের সাথে পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।

শিল্পনীতি ছাড়াও ''ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাঃ ২০১১-২০১৫'' এবং "Outline Perspective Plan of Bangladesh (2010-2021) Making Vision 2021 A Reality" প্রভৃতি দলিলে সমৃদ্ধ ও আধুনিক শিল্পখাত গড়ে তোলার মাধ্যমে বেকারত্ব, ক্ষুধা ও দারিদ্রপীড়িত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দ্রুত কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা বিধৃত রয়েছ। এ লক্ষ্যে এ সকল দলিলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ করার বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

বক্স ৮.১ঃ শিল্পনীতি ২০১০ -এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে দারিদ্র বিমোচন ও অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিটি পরিবারে অন্ততঃ একজনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি সরকারের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিল্পনীতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে (এসএমই) অগ্রাধিকার খাত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এসএমই খাতের সুষ্ঠু বিকাশ ও উন্নয়ন এবং শ্রমঘন শিল্পের পরিকল্পিত ও ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নকে শিল্পায়নের চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীকৃত কর্মসংস্থানকে বিকেন্দ্রীকরণ ও অধিক সংখ্যক নারী শিল্পোদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং দারিদ্র দূরীকরণে শিল্পখাতের একটি অনুষঙ্গরূপে এসএমই খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। শিল্পনীতি ২০১০ -এর অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বকে বেগবান করার জন্য বেসরকারি খাতের দক্ষতা ও গতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে সরকারের সহায়ক এবং তদারকিমূলক ভূমিকা পালনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে।

মাঝারি থেকে বৃহৎ ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্যের উৎপাদন সূচক

উৎপাদনসূচক (Quantum Index of Production) ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের পণ্য উৎপাদন পরিমাপের একটি গুরত্বপূর্ণ সূচক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উপাত্ত অনুযায়ী ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তি মূল্যে মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনসূচক ২০০৬-০৭ অর্থবছরের ১০৮.৭৬ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে গড় সূচক দাঁড়ায় ২১১.২৯। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের গড় উৎপাদন সূচক দাঁড়িয়েছে ২৩১.৮৩। সারণি ৮.২ -এ ২০০৬-০৭ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক দেখানো হয়েছে।

সারণি ৮.২ঃ ২০০৬-০৭ হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক

(২০০৫-০৬=১০০)

মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫*
	১০৮.৭৬	১১৭.৫০	১২৭.৪৭	১৩৫.০১	১৫৭.৮৯	১৭৪.৯২	১৯৫.১৯	২১১.২৯	২৩১.৮৩

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। *ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত।

ক. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (Small and Medium Enterprises-SMEs)

ব্যবসায়িক কর্মকান্ডকে উৎসাহিতকরণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে গণ্য করা হয়ে থাকে। এ সম্ভাবনাকে সামনে রেখে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পে ঋণ বিতরণে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণসহ এ শিল্পের বিকাশ ও সম্প্রসারণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা ২০১৪-১৫ অর্থবছরেও অব্যাহত আছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল, জাইকা তহবিল এবং নারী উদ্যোক্তা তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা চালু রয়েছে। এছাড়া, নতুন উদ্যোক্তাদের ষ্টার্ট আপ ক্যাপিটাল সরবরাহের জন্য 'কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাতে নতুন উদ্যোক্তা তহবিল' এবং ইসলামী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণের সুবিধার্থে ইসলামী শরিয়াহ মোতাবেক পুনঃঅর্থায়ন তহবিল চালু করা হয়েছে।

ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এসএমই অর্থায়ন ও উন্নয়নে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে এসেছে। দেশে কার্যরত সকল ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৫,৭৮,০১৮টি এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে সর্বমোট ৯০,৬০৫.১৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে, যা ২০১২-১৩ অর্থবছরের তুলনায় ১৪.১৯ শতাংশ বেশী। একই সময়কালে ২৮,৯৮৩টি এসএমই নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৩,৬৪৩.১১ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী ২০১২-১৩ অর্থবছরের তুলনায় ৪৭.৩৫ শতাংশ বেশী। অন্যদিকে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ২,৭৯,১৯০টি এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ৫৩,৯১৪.৭৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

এসএমই খাতে ঋণ বিতরণ

এসএমই খাতকে ২০১০ সাল থেকে প্রথমবারের মতো ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক স্বনির্দেশিত লক্ষমাত্রা ভিত্তিক বছরওয়ারি (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) ঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ২০১৪ সালে সকল ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এসএমই খাতে ১,০০,৯১০.১৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে যা উক্ত বছরের স্বনির্ধারিত লক্ষমাত্রা ৮৯,০৩০.৯৪ কোটি টাকার তুলনায় ১৩ শতাংশ বেশী। সারণি ৮.৩ -এ ২০১০ হতে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এসএমই ঋণ বিতরণ দেখানো হল।

সারণি ৮.৩ঃ ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এসএমই ঋণ বিতরণ

(কোটি টাকায়)

বছর	লক্ষমাত্রা	সাব-সেক্টর			সর্বমোট	নারী উদ্যোক্তা	লক্ষমাত্রার তুলনায় অর্জন
		ট্রেডিং	শিল্প	সেবা			
২০১০	৩৮,৮৫৮.১২	৩৫,০৪০.৫৩	১৫,১৪৭.৭২	৩,৩৫৫.৬৮	৫৩,৫৪৩.৯৩	১৮০৪.৯৮	১৩৮%
২০১১	৫৬,৯৪০.১৩	৩৪,৩৮২.৬৪	১৫,৮০৫.৯৫	৩,৫৩০.৮৫	৫৩,৭১৯.৪৪	২০৪৮.৪৫	৯৫%
২০১২	৫৯,০১২.৭৮	৪৪,২২৫.১৯	২১,৮৯৭.৩৩	৩,৬৩০.৯০	৬৯,৭৫৩.৪২	২২৪৪.০১	১১৮%
২০১৩	৭৪,১৮৬.৮৭	৫৬,৭০৩.৭২	২৪,০১৬.৬৪	৪,৬০২.৮৯	৮৫,৩২৩.২৫	৩,৩৪৬.৫৫	১১৫%
২০১৪	৮৯,০৩০.৯৪	৬২,৭৬৭.১৮	৩০,২৪৬.২০	৭,৮৯৬.৭৭	১,০০,৯১০.১৫	৩,৯৩৮.৭৫	১১৩%

সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

পুনঃঅর্থায়ন স্কীম (Refinance Scheme)

এসএমই খাতের বিকাশ ও সম্প্রসারণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিতরণকৃত এসএমই ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক তাদেরকে সরকার ও বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় ঘুর্ণায়মান পদ্ধতিতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধাদির মাধ্যমে অর্থায়ন করে যাচ্ছে। বর্তমানে এসএমই খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ৩টি তহবিল (বাংলাদেশ ব্যাংক ফান্ড, বিবি-ওমেন ফান্ড, জাইকা ফান্ড) পরিচালিত হচ্ছে। পুনঃঅর্থায়ন তহবিলগুলোর সার্বিক অবস্থা ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত সারণি ৮.৪ -এ দেখানো হল।

সারণি ৮.৪ঃ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতে পুনঃঅর্থায়ন এর বিবরণ (ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	তহবিলের নাম	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্য মেয়াদি ঋণ	দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
১.	বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল	৩৮৪.৮৫	৫৯৪.৭৮	২৪২.২৫	১,২২১.৮৭	৫,০১৮	৫,৯১৩	১,৭৬১	১২,৬৯২
২.	আইডিএ তহবিল	৮০.৩৪	১৩২.৪৭	৯৯.৮০	৩১২.৬১	১,৩৬৮	১,৩০৬	৪৮৬	৩,১৬০
৩.	এডিবি তহবিল-১	১৪৪.৪৮	১৩২.২৭	৫৮.১৯	৩৩৪.৯৪	৮০০	২,০৯৬	৩৬৮	৩,২৬৪
৪.	এডিবি তহবিল-২	-	৫৬৮.৩৯	১৭৮.৫৬	৭৪৬.৯৫	৩,৭৬৫	৭,৪৩৫	২,৪৪৫	১৩,৬৪৫
৫.	জাইকা তহবিল	১৩.১৩	৪৯.২৩	২১৫.৩৭	২৭৭.৭৩	২৭১	৯	১০১	৩৮১
৬.	বিবি নারী উদ্যোক্তা তহবিল	২০৩.৭৬	৫৬৯.০১	২৩৫.৬৮	১,০০৮.৪৫	৩,৭৮২	৬,০০২	১,৬০৮	১১,৩৯২
৭.	বিবি এক্সটেনশন নারী উদ্যোক্তা তহবিল	১২.৮০	২৫.৪১	১১.৬৩	৪৯.৮৪	১৪২	২৭৫	২৭	৪৪৪
	সর্বমোট	৮৩৯.৩৬	২,০৭১.৫৬	১,০৪১.৪৮	৩,৯৫২.৪০	১৫,১৪৬	২৩,০৩৬	৬,৭৯৬	৪৪,৯৭৮

১. বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিলঃ

ক্রঃ নং	তহবিলের নাম	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
ক) বিবি তহবিল-সাধারণ									
ব্যাংক (২০)		৩৪৮.৪৪	২৮৯.০০	৭০.৪৮	৭০৭.৯২	৩,১১১	৩,৯৪৯	৮১৮	৭,৮৭৮
আর্থিক প্রতিষ্ঠান (২৩)		৩৬.৪০	৩০৫.৭৮	১৭১.৭৭	৫১৩.৯৫	১,৯০৭	১,৯৬৪	৯৪৩	৪,৮১৪
উপ-মোট		৩৮৪.৮৪	৫৯৪.৭৮	২৪২.২৫	১,২২১.৮৭	৫,০১৮	৫,৯১৩	১,৭৬১	১২,৬৯২
খ) বিবি তহবিল-নারী উদ্যোক্তা									
ব্যাংক (২২)		১৬৭.০১	৩০২.৩৯	১৩৮.৯৮	৬০৮.৩৮	২,৩৫৮	৪,২৬০	১,১৬৫	৭,৭৮৩
আর্থিক প্রতিষ্ঠান (২১)		৩৬.৭৫	২৬৬.৬২	৯৬.৭০	৪০০.০৭	১,৪২৪	১,৭৪২	৪৪৩	৩,৬০৯
উপ-মোট		২০৩.৭৬	৫৬৯.০১	২৩৫.৬৮	১,০০৮.৪৫	৩,৭৮২	৬,০০২	১,৬০৮	১১,৩৯২
গ) বিবি এক্সটেনশন-২০১৪									
ব্যাংক (১৪)		১২.৩৩	৯.০৪	৫.৩৩	২৬.৭০	৯২	১৭৬	১৬	২৮৪
আর্থিক প্রতিষ্ঠান (১২)		০.৪৭	১৬.৩৭	৬.৩০	২৩.১৪	৫০	৯৯	১১	১৬০
উপ-মোট		১২.৮০	২৫.৪১	১১.৬৩	৪৯.৮৪	১৪২	২৭৫	২৭	৪৪৪
সর্বমোট		৬০১.৪০	১,১৮৯.২০	৪৮৯.৫৬	২,২৮০.১৬	৮,৯৪২	১২,১৯০	৩,৩৯৬	২৪,৫২৮

২. ইজিবিএমপি তহবিল (আইডিএ ফান্ড)

ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
	চলতি মূলধন	মধ্য মেয়াদি ঋণ	দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
ব্যাংক (১৭)	৭৩.০৭	৭৫.৭৩	২৮.৫১	১৭৭.৩১	৯৭৩	১১৬৭	৭৯	২২১৯
আর্থিক প্রতিষ্ঠান (১৫)	৭.২৬	৫৬.৭৪	৭১.৩০	১৩৫.৩০	৩৯৫	১৩৯	৪০৭	৯৪১
সর্বমোট	৮০.৩৩	১৩২.৪৭	৯৯.৮১	৩১২.৬১	১৩৬৮	১৩০৬	৪৮৬	৩১৬০

৩. এডিবি-১ তহবিল

ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
	চলতি মূলধন	মধ্য মেয়াদি ঋণ	দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
ব্যাংক (৯)	১৪৪.৩২	৯০.৯৫	৩৪.১৭	২৬৯.৪৪	৬৫৭	১,৮৯৩	১৫৫	২,৭০৫
আর্থিক প্রতিষ্ঠান (৭)	০.১৬	৪১.৩২	২৪.০২	৬৫.৫০	১৪৩	২০৩	২১৩	৫৫৯
সর্বমোট	১৪৪.৪৮	১৩২.২৭	৫৮.১৯	৩৩৪.৯৪	৮০০	২,০৯৬	৩৬৮	৩,২৬৪

৪. এডিবি-২ তহবিল

ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
	চলতি মূলধন	মধ্য মেয়াদি ঋণ	দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
ব্যাংক (১৯)	-	৩০০.৮৮	৮৬.৮৩	৩৮৭.৭১	২,২৪৬	৫,৩১৯	১,২৩০	৮,৭৯৫
আর্থিক প্রতিষ্ঠান (১৩)	-	২৬৭.৫১	৯১.৭৩	৩৫৯.২৪	১,৫১৯	২,১১৬	১,২১৫	৪,৮৫০
সর্বমোট	-	৫৬৮.৩৯	১৭৮.৫৬	৭৪৬.৯৫	৩,৭৬৫	৭,৪৩৫	২,৪৪৫	১৩,৬৪৫

৫. জাইকা তহবিল

ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
	চলতি মূলধন	মধ্য মেয়াদি ঋণ	দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
ব্যাংক (২৫) আর্থিক প্রতিষ্ঠান (২১)	১৩.১৩	৪৯.২৩	২১৫.৩৭	২৭৭.৭৩	২৭১	৯	১০১	৩৮১

৬. কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনে মফস্বলভিত্তিক পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
	চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদি ঋণ	দীর্ঘ-মেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	ব্যবসা	সেবা	মোট
ব্যাংক (২৯) আর্থিক প্রতিষ্ঠান (২০)	১১৬.৩৬	১৩২.১৭	৪০৫.৮৬	৬৫৪.৩৯	-	-	-	৩৮১

৭. কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সফলভাবে পরিচালিত উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে নির্বাচিত ও প্রশিক্ষিত কিংবা স্ব-প্রশিক্ষিত নতুন উদ্যোগ গ্রহণে ইচ্ছুক উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন সহজলভ্য করে আত্মকর্মসংস্থানে উৎসাহিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক 'কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল' নামে ১০০ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে। এই তহবিল হতে নতুন উদ্যোক্তারা সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ সুদে সহায়ক জামানতসহ সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা এবং সহায়ক জামানতবিহীন সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চলতি মূলধন কিংবা মেয়াদি ঋণ গ্রহণ করতে পারেন।

৮. ইসলামী শরিয়াহ ভিত্তিক অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা খাত এবং নতুন উদ্যোক্তাগণকে অর্থায়নে ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকল্পে একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠণ করা হয়েছে। ইসলামী শরিয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এসএমই খাত ও কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

এসএমই খাতের উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহঃ

- এসএমই (ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা) খাতে পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় এসএমই ঋণ এর নিম্নসীমা হ্রাস করে ৫০ হাজার টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে।

- ক্লাস্টার ভিত্তিক শিল্পে অর্থায়ন জোরদার করা হয়েছে। বিদ্যমান ক্লাস্টারগুলোর শক্তিশালীকরণ ও নতুন নতুন ক্লাস্টার উন্নয়ন এর লক্ষ্য প্রতিটি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ-কে কমপক্ষে একটি ক্লাস্টার উন্নয়নের সার্বিক দায়িত্ব নেয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। একই সাথে প্রতিটি জেলায় একটি ব্যাংক-কে মূল ভূমিকা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

- কৃষিভিত্তিক শিল্পে অর্থায়নের জন্য এ খাতের আওতা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ নীতিমালা প্রণয়নের সময় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এসএমই খাতে যুক্তিসঙ্গত গ্রেস পিরিয়ড প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

- বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ সহ প্রত্যেকটি শাখায় এসএমই মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে। প্রত্যেক ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানেও এসএমই মনিটরিং সেল কার্যরত রয়েছে।

- দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ সকল প্রতিবন্ধী এসএমই উদ্যোক্তা এবং সৃজনশীল লেখনী প্রকাশ ও বিপণনে নিয়োজিত উদ্যোক্তাগনকে স্বল্পসুদে (ব্যাংক রেট+৫%) এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ পরিচালিত স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতের পুনঃঅর্থায়ন তহবিল "বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল" এর আওতায় অর্থায়ন গ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।

- জাইকা সহায়তাপুষ্ট "এফএসপিডিএসএমই" প্রকল্পের দ্বি-ধাপ তহবিল হতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি মাইক্রো উদ্যোক্তাদেরকেও মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি তহবিল গ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের সমুদয় অর্থের ন্যূনতম ১৫ শতাংশ মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে এসএমই ঋণের সুদের হার হ্রাসকৃত রেটে, ১০ শতাংশ (ব্যাংক রেট + ৫%), নির্ধারণের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

- প্রতিটি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আবশ্যিকভাবে স্বতন্ত্র "Women Entrepreneur's Dedicated Desk" স্থাপন ও তাতে প্রয়োজনীয় উপযুক্ত জনবল নিয়োগ করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে ।

- ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের বিপরীতে ঋণ গ্রহীতা 'নারী শিল্প উদ্যোক্তা' হলে বা ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় কমপক্ষে ৫১ শতাংশ শেয়ার মালিক নারী হলে সে সকল প্রতিষ্ঠান/উদ্যোক্তাকে সহায়ক জামানত হিসেবে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত গ্যারান্টির বিপরীতে সর্বোচ্চ ২৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন ঋণ সুবিধা প্রদান করতে পারে ।

- মাইক্রো নারী উদ্যোক্তা কর্তৃক এসএমই ঋণ গ্রহণের সুবিধার্থে গ্রুপভিত্তিক ৫০ হাজার টাকা ও তদুর্ধ্ব ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের নীতিমালা প্রবর্তন করা হয়েছে ।

- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক Skill for Employment Investment Program নামক একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় প্রথম ধাপে আগামী ৩ বছরে ২ লক্ষ ৩০ হাজার জনকে বাজারভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। তার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ ১০ হাজার ২০০ জনকে বিভিন্ন ট্রেডে কর্মমূখী প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রশিক্ষিতদের অধিকাংশ আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

খ. রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ (SOEs)

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প মূলতঃ বেসরকারি খাতে বিস্তৃত এবং অকৃষিখাতে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করছে। এ লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক উদ্যোক্তাদেরকে বিভিন্ন সেবা ও সুযোগ সুবিধাদি প্রদান করা হচ্ছে।

বিসিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে (জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত) দেশে মোট ১,৩৬৫টি ক্ষুদ্র শিল্প ও ২,৬০২টি কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে। আর এসব শিল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমান হচ্ছে ৫০৭.৭৫ কোটি টাকা। উল্লিখিত বিনিয়োগের মধ্যে ব্যাংক, বিসিক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ৮১.২৮ কোটি টাকা, উদ্যোক্তাদের ইক্যুইটি হিসেবে ২১৫.৩৪ কোটি টাকা এবং অবশিষ্ট ২১১.১৩ কোটি টাকা উদ্যোক্তাদের নিজস্ব উদ্যোগে শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বিনিয়োগ হয়েছে। উল্লিখিত বিনিয়োগের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে মোট ৩১,৮৬১ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

সারাদেশে অবস্থিত বিসিকের ৭৪টি শিল্প নগরীতে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ৯,৭৮৫টি প্লট মোট ৫,৬৯৮টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার মধ্যে ৪,১৫৮টি ইউনিট বর্তমানে উৎপাদন চালু আছে। তন্মধ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত ৭৩টি প্লট ৬৬টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। একই সময়ে ৫৪টি শিল্প ইউনিট বাস্তবায়িত হয়েছে। ৭৪টি শিল্প নগরীতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত স্থাপিত শিল্প-কারখানাসমূহে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১৮,৮৯৭.১৪ কোটি টাকা। গত ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ শিল্প কারখানাগুলোতে মোট ৪২,৫০৮.৮২ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদিত হয়েছে, যার মধ্যে ২৩,৭৪৬.২৫ কোটি টাকার রপ্তানি পণ্য রয়েছে। বিদেশে রপ্তানিকৃত এসব পণ্য সামগ্রীর মধ্যে বেশীর ভাগই হচ্ছে হোসিয়ারি ও নিটওয়্যার শিল্প খাত থেকে। বিসিকের শিল্প নগরীগুলোতে বিনিয়োগ, উৎপাদন, রপ্তানি ও কর্মসংস্থান এই সবই পূর্ববর্তী অর্থ বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বিসিকের শিল্প নগরীগুলোতে অবস্থিত শিল্প-কারখানা থেকে গত ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সরকারকে প্রায় ২,৪৯৯.৭৮ কোটি টাকা রাজস্ব পরিশোধ করা হয়েছে, যা এর পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ৮.১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সারণি ৮.৫ -এ বিসিক শিল্প নগরীসমূহে বছরওয়ারি বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান দেখানো হলো।

সারণি ৮.৫ঃ বিসিক শিল্প নগরীসমূহে বছরওয়ারি বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান

অর্থ বছর	বিনিয়োগ (ক্রমপুঞ্জিত) (কোটি টাকায়)	বার্ষিক উৎপাদন (কোটি টাকায়)	কর্মসংস্থান (শুরু থেকে) (লক্ষ জনে)
২০০৬-০৭	৮,০৯০	১৯,১১৭	২.৯৮
২০০৭-০৮	১০,০৩৮	২৩,৪১৮	৩.৪০
২০০৮-০৯	১৩,৫৮৫	২৪,৬৮৪	৩.৪২
২০০৯-১০	১৪,১৯৯	২৭,৩৬১	৩.৯৩
২০১০-১১	১৪,৭৯০	২৯,০২৮	৪.৪৫
২০১১-১২	১৫,৭৭১	৩২,২০৩	৪.৫৬
২০১২-১৩	১৭,৪১১	৩৬,০৯৭	৫.০৪
২০১৩-১৪	১৮,৮৯৭	৪২,৫০৯	৫.২৬

সূত্রঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়।

বিসিকের অন্যান্য কর্মকান্ডের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, সাব-কন্ট্রাকটিং কার্যক্রম, লবণ উৎপাদন, দারিদ্র বিমোচনমূলক ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি এবং বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিসিক ২০১৪-১৫ অর্থবছরে (জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত) এর প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং বিভিন্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ৫,৮৭২ জন উদ্যোক্তা/কারিগর/ব্যবস্থাপক/সমপর্যায়ের লোককে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। পাশাপাশি, উক্ত সময়ে সাব-কন্ট্রাকটিং কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বিসিক বিভিন্ন বৃহৎ প্রতিষ্ঠানকে মোট ১২.৭৮ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ সরবরাহের আদেশ প্রাপ্তিতে সহায়তা করেছে, যার প্রায় সবটাই আমদানি বিকল্প সামগ্রী। অর্থাৎ এতে দেশের প্রায় ১২.৭৮

কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয়েছে। এছাড়া, বিসিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলায় গত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের লবণ মৌসুমে ১৭.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন লবণ উৎপাদিত হয়েছে। যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরের চলতি লবণ মৌসুমের জানুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত ১.৫৪ লক্ষ মেট্রিক টন লবণ উৎপাদিত হয়েছে। দারিদ্র বিমোচনমূলক ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির আওতায় বিসিক ২০১৪-১৫ অর্থবছরের (ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত) মোট ৮১৫ জন উদ্যোক্তার অনুকূলে ৫০৭.৪৫ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে ১,৪৬৭ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। এছাড়া, ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বিসিক কর্তৃক বিভিন্ন শিল্প নগরী স্থাপনসহ মোট ১৪টি উন্নয়ন প্রকল্পে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন (বিসিআইসি)

বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর অধীনে ১৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান (মাঝারী ও বৃহৎ) পরিচালিত হচ্ছে। বিসিআইসির অধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান গুলোতে ইউরিয়া ও টিএসপি সার, কাগজ ও হার্ডবোর্ড, সিমেন্ট, গ্লাসশিট, ইন্স্যুলেটর, স্যানিটারিওয়্যার ইত্যাদি পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। তবে বিসিআইসির উৎপাদিত পণ্যের ৮০ শতাংশ বিভিন্ন রাসায়নিক সার যার মধ্যে ৭০ শতাংশ ইউরিয়া সার। এছাড়া বিসিআইসি'র সাথে স্থানীয়/বিদেশী যৌথ উদ্যোগে ৯ টি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত বিসিআইসি'র কারখানাসমূহে ১,০৩০.০৯ কোটি টাকার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত উৎপাদন হয়েছে ১,০৫৪.৫৬ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ১০২ শতাংশ। একই সময়ে সংস্থার কারখানাসমূহের বিক্রয়ের পরিমান ছিল ১,১৩৭.৭৫ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ১০৯ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে (জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত) সংস্থা কর্তৃক মুনাফা অর্জিত হয় ৪৭.৯৬ কোটি টাকা (সাময়িক হিসাব) এবং জাতীয় কোষাগারে প্রদেয় রাজস্ব (কর ও শুল্ক) এর পরিমান ছিল ৪০.৮২ কোটি টাকা।

বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন কারখানাসমূহে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত ৫,৩৬,৪৩৪ মেট্রিক টন ইউরিয়া, ৫৬,৭৮৬ মেট্রিক টন টিএসপি, ২৯,০২১ মেট্রিক টন ডিএপি, ৭,৯৫১ মেট্রিক টন কাগজ, ৩১,৪৭০ মেট্রিক টন সিমেন্ট, ৮.৭০ লক্ষ বর্গ মিটার গ্লাস শীট, ৬৭৬ মেট্রিক টন স্যানিটারিওয়্যার এবং ৭৯৭ মেট্রিক টন ইন্স্যুলেটর ও রিফ্রেক্টরীজ উৎপাদিত হয়েছে।

দেশে ইউরিয়া সারের বিদ্যমান ঘাটতি পুরণের লক্ষ্যে বার্ষিক ৫.৮০ লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন শাহজালাল ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি (এসএফসি) স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। চীন ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে সর্বমোট ৫৮০.১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রকল্পটি (বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারি, ২০১২ থেকে জুন, ২০১৫) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে প্রকল্পের ঋণ চুক্তি এবং প্রকল্পের সাধারণ ঠিকাদারের সাথে বিসিআইসি'র বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক প্রকল্পটি জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৯৪.০৫ শতাংশ। এছাড়া, বিসিআইসি'র অধীনস্থ যে সকল কারখানা বিগত ২০০২ সালে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে ৩টি কারখানা (যথাঃ চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স, নর্থ-বেঙ্গল পেপার মিলস্ এবং খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্) পর্যায়ক্রমে পুনরায় চালু করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি)

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন চিনি উৎপাদন, উপকরণ এবং উৎপাদিত পণ্য সুষ্ঠুভাবে বাজারজাত করে সাধারণ ভোক্তাদের নিকট সরবরাহের মাধ্যমে বাজার স্থিতিশীল রাখায় সহায়তা করছে। বিএসএফআইসির নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পকারখানাগুলোর মধ্যে রয়েছে চিনি কল, ডিস্টিলারি প্রতিষ্ঠান এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা।

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পকারখানাগুলোর মধ্যে ১৫টি চিনিকল, ১টি ডিষ্টিলারী প্রতিষ্ঠান এবং ১টি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা রয়েছে। উল্লিখিত ১৫টি চিনিকলের বার্ষিক চিনি উৎপাদন ক্ষমতা ২.১০ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশে বর্তমানে চিনির প্রকৃত চাহিদার (বার্ষিক প্রায় ১৪.০০ লক্ষ মেট্রিক টন) তুলনায় সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন ইক্ষুভিত্তিক চিনিকলগুলোতে চিনি উৎপাদন

অপ্রতুল। ফলে বেসরকারি খাতে স্থাপিত ৫/৬টি সুগার রিফাইনারিতে উৎপাদিত চিনি এবং আমদানিকৃত চিনি দ্বারা ঘাটতি পূরণ করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১ লক্ষ ২৭ হাজার ৫৫ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদন ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এর বিপরীতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত ৭২ হাজার ৪৯০ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদিত হয়েছে।

এছাড়া, ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ডিষ্টিলারী ইউনিটের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৫৬ লক্ষ প্রুফ লিটার এবং এর বিপরীতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত ২৯.৪৫ লক্ষ প্রুফ লিটার ডিষ্টিলারী পণ্য উৎপাদিত হয়েছে। প্রকৌশলজাত পণ্যের ক্ষেত্রে বার্ষিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ১,৩০০ মেট্রিক টন এর বিপরীতে জানুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত ৫৮৩ মেট্রিক টন পণ্য উৎপাদিত হয়েছে। পাশাপাশি, চিনিকলসমূহের উৎপাদন ক্ষমতা বজায় রাখাসহ দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি উপজাতভিত্তিক শিল্প স্থাপন করে চিনিকলসমূহের আয় বৃদ্ধিকল্পে এডিপিতে ২৬৫.২০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে চারটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। চলতি ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বিএসএফআইসি কর্তৃক শুল্ক ও কর বাবদ জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত ৪০.০৪ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে ।

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি)

বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের বিদ্যুতায়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় অবদান রাখছে। বিএসইসি'র উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর মধ্যে বৈদ্যুতিক কেবলস, ফ্লোরোসেন্ট টিউব লাইট, সিএফএল বাল্ব, সুপার এনামেলড কপার, ওয়্যার, ট্রান্সফরমার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদিসহ জিআই/এমএস/এপিআই পাইপ, সেফটি রেজর ব্লেড এবং পরিবহণ ব্যবস্থায় মোটর সাইকেল, মিশুক, বাস, ট্রাক ও জীপ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, সমুদ্রগামী জাহাজ মেরামত ও পোর্টেবল স্টীল ব্রীজ বা ফুটওভার স্টীল ব্রীজ নির্মাণেও বিএসইসি ভূমিকা পালন করছে।

বিএসইসি এর নিয়ন্ত্রণাধীন ৯টি শিল্প ইউনিট বর্তমানে চালু আছে। ৯টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এটলাস বাংলাদেশ লিঃ, ন্যাশনাল টিউবস লিঃ ও ইস্টার্ণ কেবলস লিঃ এর ৪৯ শতাংশ শেয়ার ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে (নভেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত) বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ৯টি প্রতিষ্ঠানে মোট ২৩৩.০৩ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী উৎপাদন এবং ২১১.৪৫ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করা হয়। যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেট অনুযায়ী ৯৬৮.৮৮ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী উৎপাদন ও ৯৬৩.০০ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী বিক্রয় হবে বলে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের নভেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে সার্বিক নীট মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা ৩৪.৮৫ কোটি টাকার বিপরীতে ৬.৯২ কোটি টাকা অর্জিত হয়, যা লক্ষ্যমাত্রার ২০ শতাংশ। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সংস্থা কর্তৃক প্রকৃত মুনাফা ১০৯.৩৩ কোটি টাকা অর্জিত হয়েছিল। চলতি অর্থবছরের নভেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত সংস্থা কর্তৃক শুল্ক কর বাবদ সরকারি কোষাগারে ৮৯.০৯ কোটি জমা করা হয়। উল্লেখ্য, গত অর্থবছরে (২০১৩-১৪) বিএসইসি শুল্ককর বাবদ সরকারি কোষাগারে ২৫৩.৩৪ কোটি টাকা জমা করে।

এছাড়া, বিএসইসি'র কার্যক্রমসমূহ তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর করার লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়সহ নিয়ন্ত্রণাধীন নয়টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট খোলা, ফাইল সার্ভার স্থাপনসহ আইসিটি সেল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি, বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন প্রক্রিয়া আধুনিকায়ন প্রকল্পসহ বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প বিএসইসি কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি)

১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি) এর কার্যক্রম মুলতঃ শিল্প ও কৃষি (রাবার) এ দু'টি সেক্টরে বিভক্ত। বিএফআইডিসি'র শিল্প সেক্টরের আওতায় ৭টি শিল্প ইউনিট রয়েছে। শিল্প ইউনিটগুলো বন বিভাগ হতে প্রাপ্ত কাঠ এবং কর্পোরেশনের রাবার বাগান হতে অর্থনৈতিক জীবনচক্র হারানো রাবার গাছ আহরণ ও প্রাপ্ত রাবার কাঠ বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রক্রিয়াজাত করে বিভিন্ন উন্নতমানের আসবাবপত্র প্রস্তুতপূর্বক বাণিজ্যিকভাবে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করছে।

অপরদিকে, কৃষি (রাবার) সেক্টরে এ যাবৎ বিএফআইডিসি'র ১৭টি বাগানে ৩২,৬৩৫.০০ একর জমিতে বাণিজ্যিকভাবে রাবার বাগান সৃজন করে উৎপাদিত কাঁচা রাবার হালকা যানবাহনের টায়ার-টিউব, হোসপাইপ, বাকেট, গ্যাসকেট, ওয়েলসিল, সেন্ডেল,

টেক্সটাইল, জুট মিলস এর স্পেয়ার পার্টস ইত্যাদি তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। পাশাপাশি, অর্থনৈতিক ভাবে জীবনচক্র হারানো পরিপক্ক রাবার গাছ হতে প্রাপ্ত কাঠ বিএফআইডিসি'র শিল্প ইউনিটে রাবার কাঠ প্রেসার ট্রিটমেন্ট ও সিজনিং এর মাধ্যমে উন্নতমানের কাঠে রূপান্তর করে আধুনিক ও টেকসই আসবাবপত্র তৈরিপূর্বক বাণিজ্যিক ভাবে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা হচ্ছে।

বিএফআইডিসি'র শিল্প ও কৃষি (রাবার) এ দু'টি সেক্টরে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ১৫.০২ কোটি টাকা (প্রভিশনাল) মুনাফা অর্জিত হয়েছে, যা ২০১২-১৩ অর্থবছরে ছিল ৫০.১১ কোটি টাকা। এছাড়া, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিএফআইডিসি র'শিল্প ও কৃষি সেক্টর (রাবার) -এর উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ২৪৩.৭৮ হাজার ঘনফুট ও ৪,০০৭.০০ মেট্রিক টন এর বিপরীতে জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত উৎপাদন হয়েছে যথাক্রমে ১২৩.২৪ হাজার ঘনফুট ও ৩,১৮৭.০০ মেট্রিক টন। পাশাপাশি, বনশিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে বিএফআইডিসি কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

গ. বস্ত্র খাত

দেশের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বস্ত্র শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে আসছে। প্রাথমিক বস্ত্র শিল্প দেশের বর্তমান অভ্যন্তরীণ চাহিদার সিংহভাগ এবং রপ্তানিমুখী নীট ও ওভেন পোশাকের প্রয়োজনীয় বস্ত্রের যথাক্রমে ৮০-৮৫ শতাংশ এবং ২৫-৩০ শতাংশ মিটাতে সক্ষম হচ্ছে। বস্ত্র ও তৈরী পোশাক শিল্পে বর্তমানে প্রায় ৫০ লক্ষাধিক জনবল নিয়োজিত রয়েছে।

সুতা ও কাপড়ের উৎপাদন

দেশের বস্ত্র খাতে সুতা ও কাপড় উৎপাদনে সিংহভাগ শিল্প কারখানাই বেসরকারি খাতে পরিচালিত হচ্ছে। দেশে বর্তমানে কটন স্পিনিং মিলের সংখ্যা ৪২৯টি (সরকারিখাতে ২২টি ও বেসরকারিখাতে ৪০৭ টি)। এ সকল মিলের বার্ষিক সুতা উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ২,১০৬.০০ মিলিয়ন কেজি, যার মধ্যে বেসরকারি খাতের মিলসমূহের সূতা উৎপাদন ক্ষমতা ২,১০০.০০ মিলিয়ন কেজি। বর্তমানে দেশে ৭৮৭টি উইভিং মিল (বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ২,৮০০ মিলিয়ন মিটার), ৩৮,১০০ টি স্পেশালাইজড টেক্সটাইল ও পাওয়ার লুম ইউনিট (উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৬,৫০০ মিলিয়ন মিটার), হস্তচালিত ইউনিটের সংখ্যা ৩,১৩,২৪৫ টি (উৎপাদন ক্ষমতা ৮৩০ মিলিয়ন মিটার) রয়েছে। এগুলো ছাড়াও সর্বমোট ৩,০০০ টি নীটিং, নীট-ডাইয়িং ইউনিট (১,৪০০ টি রপ্তানিমুখী ইউনিটসহ), ২৩৬ টি ডায়িং-প্রিন্টিং এবং ফিনিশিং ইউনিট (উৎপাদন ক্ষমতা ২,৬০০ মিলিয়ন মিটার)।

২০১৪-১৫ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত দেশে উৎপাদিত মোট সুতার পরিমাণ ৬০০.৯৪ মিলিয়ন কেজি যার মধ্যে বেসরকারি খাতে উৎপাদনের পরিমাণ ৬০০.০০ মিলিয়ন কেজি। এ সময়ে দেশে মোট কাপড় উৎপাদনের পরিমাণ ৪,৩৫৩.০০ মিলিয়ন মিটার, যার পুরোটাই বেসরকারি খাতে উৎপাদিত হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি খাতে বিগত ২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত সুতা ও কাপড় উৎপাদনের পরিসংখ্যান সারণি ৮.৬ -এ দেখানো হল।

সারণি ৮.৬ঃ সরকারি ও বেসরকারি খাতে সুতা ও কাপড়ের উৎপাদনের পরিসংখ্যান

অর্থবছর	সুতার উৎপাদন (মিলিয়ন কেজি)			কাপড়ের উৎপাদন (মিলিয়ন মিটার)		
	সরকারি খাত	বেসরকারি খাত	মোট	সরকারি খাত	বেসরকারি খাত	মোট
২০০৫-০৬	৮.০০	৫৩৮.০০	৫৪৬.০০	-	৪,০৯০.০০	৪,০৯০.০০
২০০৬-০৭	৮.৮৬	৬০৮.৮৬	৬১৭.৭২	-	৪,৯১০.০০	৪,৯১০.০০
২০০৭-০৮	৭.৯৫	৭১০.০০	৭১৭.৯৫	-	৫,৮০০.০০	৫,৮০০.০০
২০০৮-০৯	২.৩৩	৩৭৬.৭৪	৩৭৯.০৭	-	৬,৩৮০.০০	৬,৩৮০.০০
২০০৯-১০	১.১৪	১০০০.০০	১০০১.১৪	-	৭,২০০.০০	৭,২০০.০০
২০১০-১১	২.৪০	১৭০০.০০	১৭০২.৪০	-	৭৩৫০.০০	৭৩৫০.০০
২০১১-১২	০.৯৩	১৬৪০.০০	১৬৪০.৯৩	-	৭২০০.০০	৭২০০.০০
২০১২-১৩	১.৬৬	১৭২০.০০	১৭২১.৬৬	-	৭৪০০.০০	৭৪০০.০০
২০১৩-১৪	১.৯৮	১৬৮০.০০	১৬৮১.৩২	-	৭৪১৪.০০	৭৪১৪.০০
২০১৪-১৫	০.৯৪	৬০০.০০	৬০০.৯৪	-	৪,৩৫৩.০০	৪,৩৫৩.০০

সূত্রঃ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়। *ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প কর্পোরেশন (বিটিএমসি)

বর্তমানে বিটিএমসির নিয়ন্ত্রণাধীন মিলগুলোতে সার্ভিস চার্জ পদ্ধতির মাধ্যমে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত করা হয়। বিটিএমসির নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহ এ ব্যবস্থায় চুক্তিবদ্ধ সুতার ব্যবসায়ী/পার্টির সরবরাহকৃত কাঁচাতুলা থেকে চাহিদা মোতাবেক সুতা উৎপাদন করে তাদের সরবরাহ করে। মিলগুলো বেল প্রতি নির্ধারিত সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করে। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বিটিএমসির নিয়ন্ত্রণে চালু এবং বন্ধ/লে-অফসহ মোট ১৮টি মিলের ২২টি ইউনিটের মধ্যে ৫টি মিলের ৬টি ইউনিট সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে সুতা উৎপাদন করছে। ১টি মিল ভাড়ায় চলছে। অবশিষ্ট মিলের মধ্যে সার্ভিস চার্জ পার্টি না থাকায় ১০টি মিল সাময়িক উৎপাদন বন্ধ অবস্থায় আছে এবং ২টি মিলে (খুলনা টেক্সটাইল ও নারায়ণগঞ্জস্থ চিত্তরঞ্জন কটন মিল) "টেক্সটাইল পল্লী" স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। ১৯৯৭ সাল থেকে সার্ভিস চার্জ পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে বিটিএমসি এ যাবৎ (ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত) প্রায় ১৯.৪৬ কোটি টাকা ভ্যাট ও ট্যাক্স বাবদ সরকারি কোষাগারে জমা দিয়েছে।

বিটিএমসি নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমুহ ১৯৭২-৭৩ অর্থ বছর থেকে ২০১৪-১৫ অর্থ বছর (ডিসেম্বর, ২০১৪) পর্যন্ত মোট ৮,২০৬.৫৯ লক্ষ কেজি সুতা উৎপাদন করেছে, যার মধ্যে নিজস্ব সুতা উৎপাদনের পরিমাণ ৭,২৮২.৯২ লক্ষ কেজি এবং সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে উৎপাদিত সুতার পরিমাণ ৯২৩.৬৭ লক্ষ কেজি। নিজস্ব কাপড় উৎপাদনের পরিমাণ ৮,১৪৯.৯৮ লক্ষ মিটার। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে কম্পোজিট মিলসমূহের বুনন বিভাগ (তাঁত) বন্ধ করার পর থেকে বিটিএমসিতে কাপড় উৎপাদন করা হয় না। ১৯৯৬-৯৭ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থ বছর (ডিসেম্বর, ২০১৪) পর্যন্ত সার্ভিস চার্জ বাবদ আয়ের পরিমাণ ৪৫৭.৭০ কোটি টাকা।

২০০৫-০৬ অর্থ বছর থেকে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত উৎপাদন কার্যক্রমের উপর একটি তুলনামূলক চিত্র সারণি ৮.৭ -এ দেয়া হল।

সারণি ৮.৭ঃ বিটিএমসির মিলসমূহে বছরভিত্তিক সুতা উৎপাদনের পরিমাণ

অর্থ বছর	স্পিন্ডল (টাকু) এর স্থাপিত ক্ষমতা		সুতা উৎপাদনের পরিমান
	সংখ্যা	ব্যবহার (%)	লক্ষ কেজি
২০০৫-০৬	১৯৯৮৪০	৬০%	৭৯.৯৪
২০০৬-০৭	১৯৫০৮৮	৫২%	৮৮.৬৭
২০০৭-০৮	১৯৫০৮৮	৩৬%	৭৯.৪৯
২০০৮-০৯	১৭৬৫১২	১৯%	২৩.৩৫
২০০৯-১০	১৭৬৫১২	১১%	১১.৪৬
২০১০-১১	১৭৬৫১২	৪৩%	২৪.০৫
২০১১-১২	১৭৬৫১২	২০%	৯.৩৬
২০১২-১৩	১৬৮৯৬৮	১৬%	১৬.৬৮
২০১৩-১৪	১৮৬২৬৪	২০%	১৯.৮০
২০১৪-১৫*	১৮৬২৬৪	১৬%	৯.৩৯

সূত্রঃ বিটিএমসি, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়। * ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত।

বিটিএমসির সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে চালু মিলগুলোতে কাঙ্খিত উৎপাদন ক্ষমতা অর্জন এবং কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সংস্থার বন্ধ মিল হতে ভাল মেশিনারি/যন্ত্রাংশ এ সকল চালু মিলে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে এগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উৎপাদিত সুতার গুনগত মানও উন্নত হয়েছে। বর্তমান সরকারের পাবলিক-প্রাইভেট-পার্টনারশিপ (পিপিপি) উদ্যোগ বিটিএমসিতেও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পিপিপি'র আওতায় বিটিএমসির দেশী/বিদেশী উদ্যোক্তাদের আহবান জানিয়ে সকল বন্ধ/চালু মিল সমূহে আধুনিক মেশিনারী প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ মিল সমূহ চালুকরণ ও সংস্থাকে লাভবান করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের তাঁত শিল্প

বাংলাদেশের গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কৃষির পরই তাঁত শিল্পের অবস্থান। তাঁত শুমারি, ২০০৩ অনুযায়ী তাঁত শিল্পে বছরে প্রায় ৮৩ কোটি মিটার তাঁতবস্ত্র উৎপাদিত হয়। দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদার প্রায় ৪০ শতাংশের বেশি তাঁত শিল্প যোগান দিচ্ছে। এ শিল্পে সারাবছর প্রত্যক্ষভাবে কর্মসংস্থান হয় প্রায় ৯ লক্ষ লোকের এবং পরোক্ষভাবে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ। দেশে মোট তাঁত সংখ্যা প্রায় ৫.০৬ লক্ষ। এর মধ্যে প্রায় ৩.১৩ লক্ষ তাঁত সচল, অবশিষ্ট প্রায় ১.৯২ লক্ষ তাঁত অচল রয়েছে। তাঁত অচল থাকার প্রধান কারণ চলতি মূলধনের অভাব। এ শিল্পের বছরে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ প্রায় ১,৫০০ কোটি টাকা।

দেশে তাঁত শিল্প তথা তাঁতিদের সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনে সর্বপ্রকার সহায়তা ও সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড-এর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় তাঁতিদের চলতি মূলধন সরবরাহকল্পে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত মোট ৫৯.৭৭ (পুঞ্জিভূত ঋণ) কোটি টাকা ঋণ বিতরন করা হয়েছে। বিতরণকৃত ঋণের আদায়ের হার ৬৪.১৫ শতাংশ। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক ঋণ বিতরণ, আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা, আদায় এবং আদায়ের হার (%) সারণি ৮.৮ -এ দেয়া হল।

সারণি ৮.৮: বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক ঋণ বিতরণ, আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা, আদায় এবং আদায়ের হার

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	বিতরণ	আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা	আদায়	আদায়ের শতকরা হার
ক্রমপুঞ্জিত (জুন, ২০০৫)	৩৮.৮১	২৭.৫৪	১৩.৭৫	৪৯.৯৩
২০০৫-০৬	৪.৬৮	৬.৫২	৩.৬০	৫৫.১১
২০০৬-০৭	৩.৩১	৭.০৪	৪.০৮	৫৭.৯৫
২০০৭-০৮	০.৬০	৫.৩৯	২.৩৪	৪৩.৪১
২০০৮-০৯	০.৭০	৩.০২	২.৪৭	৮১.৬৫
২০০৯-১০	১.৫৯	২.০৪	২.০৮	৫৪.৯৩
২০১০-১১	১.৩৬	৩.১৯	১.৯৬	৫৬.০৮
২০১১-১২	২.১৪	১.০৫	২.২০	৫৮.২২
২০১২-১৩	১.৮৪	১.৪২	২.৬৭	১২৩.৪৩
২০১৩-১৪	২.৬৬	১.৮৭	২.৩৯	১২৮.০০
২০১৪-১৫*	১.৮৮	১.১৬	১.৫৮	১৩৫.৭৭
ক্রমপুঞ্জিত (জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত)	৫৯.৭৭	৬০.৯৮	৩৯.১২	৬৪.১৫

সূত্রঃ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়। * জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত। আদায় হার =প্রকৃত আদায় ÷ প্রতিবেদনকালীন সময়ে আদায়যোগ্য লক্ষ্যমাত্রা × ১০০।

বাংলাদেশ তাঁত শিল্প সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপণসহ ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বাংলাদেশের রেশম শিল্প

সেরিকালচার ও রেশম শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড (বারেবো), বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন এবং বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটকে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৩ এর বলে একীভূত করে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়েছে। তবে একীভূত বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো এবং প্রবিধানমালা চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম একক অথবা যৌথভাবে পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এবং দেশের পার্বত্য জেলাসমূহে রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নকল্পে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ সকল প্রকল্পের আওতায় রোগমুক্ত রেশম ডিম, রেশম গুটি, রেশম সুতা ও রেশম বস্ত্র উৎপাদন, তুঁত বাগান তৈরি, মডেল হিসেবে রেশম পল্লী স্থাপন, রেশম চাষের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদান প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছর হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত সরকারি খাতে রোগমুক্ত রেশম ডিম, রেশম গুটি, রেশম সূতা ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি ৮.৯ -এ দেয়া হল।

সারণি ৮.৯ঃ সরকারি খাতে রোগমুক্ত রেশম ডিম, রেশম গুটি, রেশম সুতা ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি

অর্থ বছর	রোগমুক্ত রেশম ডিম (লক্ষ সংখ্যা)	রেশম গুটি (লক্ষ কেজি)	রেশম সুতা (হাজার কেজি)	ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান (লক্ষ টাকা)	
				রেশম চাষী	রেশম তাঁতী
২০০৫-০৬	৩.৬৬	১.৬০	১.৩০	-	-
২০০৬-০৭	৩.৭৩	১.৬৩	১.০৫	-	-
২০০৭-০৮	৩.৪৬	১.৪৪	০.৩৬	-	-
২০০৮-০৯	৪.০৩	১.৫৬	০.৭৫	-	-
২০০৯-১০	৫.৫০	১.৪৭	১.২৯	-	-
২০১০-১১	৪.৬৭	১.৭৬	২.১৬	-	-
২০১১-১২	৪.৪৩	১.৮০	২.৬৭	-	-
২০১২-১৩	৪.৪৫	১.২২	১.৬৪	-	-
২০১৩-১৪	৪.১৭	০.৯৮	০.৬৬	বিতরণঃ ২৩১.৩০ আদায়ঃ ২০৫.৩৯	বিতরণঃ ৪১.২৭ আদায়ঃ ৩৬.১৮
২০১৪-১৫	২.৬৫	০.৫৬	০.৬৪	বিতরণঃ ২৩১.৩০ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ২০৬.০৭ (ক্রমপুঞ্জিত)	বিতরণঃ ৪১.২৭ (ক্রমপুঞ্জিত) আদায়ঃ ৩৬.৪৮ (ক্রমপুঞ্জিত)

সূত্রঃ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়। *ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত।

ঘ. পাট খাত

পাট ও পাট শিল্প পরিবেশবান্ধব। বিশ্বব্যাপী কৃত্রিম আঁশ ও বিভিন্ন সিনথেটিক দ্রব্যের আবির্ভাব ও সহজলভ্যতা কারণে পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা ও মূল্য হ্রাস পেতে থাকলেও পরিবেশ বান্ধব হওয়ার কারণে পাট ও পাট পণ্যের প্রতি পুনরায় বিশ্ব বাজারের আগ্রহ ও চাহিদা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রচলিত পাটপণ্য সামগ্রির পাশাপাশি বহুমুখী পাটপণ্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ববাজারের ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পাট ও পাট শিল্পকে প্রতিযোগি করে তোলা এবং পাটখাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ঘোষিত 'শিল্পনীতি আদেশ-২০১০' এ পাটজাত পণ্যকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং 'পাটনীতি-২০১১' অনুমোদিত হয়েছে। দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৩ শতাংশ পাট ও পাট পণ্য রপ্তানি থেকে অর্জিত হয়।

পাট ও পাটপণ্যের উৎপাদন মূলতঃ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চাহিদা ও বাজার মূল্যের উপর নির্ভরশীল। এ সব কারণে পাট ও পাটপণ্যের উৎপাদন, রপ্তানি এবং রপ্তানি মূল্যের ব্যাপক উঠা-নামা হয়ে থাকে। সারণি ৮.১০ ও সারণি ৮.১১ -এ ২০০৫-০৬ অর্থবছর হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত দেশে পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি মূল্যের পরিসংখ্যান দেখানো হল।

সারণি ৮.১০ঃ কাঁচা পাট উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি মূল্য

(পরিমাণ লক্ষ বেল)

অর্থ বছর	উৎপাদন	রপ্তানি	রপ্তানি মুল্য (লক্ষ টাকা)
২০০৫-০৬	৫০.০০	২৪.৪৭	৯৭,৭২৭
২০০৬-০৭	৬৫.৯১	২৪.৪৩	১০১,৬২০
২০০৭-০৮	৬৮.৭১	২৮.৭১	১০৩,৩৪০
২০০৮-০৯	৫১.৭২	১৭.৫০	৯২,১০০
২০০৯-১০	৫৯.৪৫	১৫.৯৯	১১৩,০৮৪
২০১০-১১	৭৮.০২	২১.১২	১৯০,৬৭৬
২০১১-১২	৭৮.০৫	২২.৮৫	১৫৪,০৬৬
২০১২-১৩	৭৫.৭২	২০.৫৫	১৪৩,৬৪৬
২০১৩-১৪	৬৭.৮৫	৯.৮৪	৭০,৬০৪
২০১৪-১৫*	৭৫.০১	৩.৬০	২৮,৩৮৮

উৎসঃ পাট অধিদপ্তর। * ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত।

সারণি ৮.১১ঃ পাটজাত পণ্যের উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি মূল্য

(পরিমাণ লক্ষ মেঃ টন)

অর্থ বছর	উৎপাদন	রপ্তানি	রপ্তানি মুল্য (লক্ষ টাকা)
২০০৫-০৬	৬.৭৫	৪.৯৫	২০২,৪১০
২০০৬-০৭	৫.৮৪	৪.৭১	২২১,৫৩০
২০০৭-০৮	৬.৫১	৫.৩৪	২৫২,৬৭
২০০৮-০৯	৫.৮৯	৪.৮২	২০৫,০০০
২০০৯-১০	৬.৯৫	৫.৭৭	৩৯৬,৩৫৪
২০১০-১১	৬.৮৮	৪.৭৯	৪৫৬,৯৪২
২০১১-১২	৭.১৪	৬.৬৯	৫১৭,৪০০
২০১২-১৩	৯.৭৭	৮.৬৮	৬১৬,২৬২
২০১৩-১৪	৯.৮৩	৮.০৮	৫২২,৪২১
২০১৪-১৫*	২.৯৫	২.৫০	১৬১,৫৯৫

উৎসঃ পাট অধিদপ্তর। * ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশন (বিজেএমসি)

বিজেএমসির মিলসমূহে প্রধানতঃ হেসিয়ান, স্যাকিং, কার্পেট ব্যাকিং ক্লথ উৎপাদিত হয়। এছাড়া কয়েকটি পাটকলে উন্নতমানের রপ্তানিযোগ্য পাটের সূতা, জিওজুট, কটন ব্যাগ, নার্সারী পট, ফাইল কভার ইত্যাদি উৎপাদিত হয়। বর্তমানে বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন মিল কারখানার সংখ্যা বর্তমানে ২৭টি (১টি বন্ধ মিল ও ৩টি নন-জুট মিলসহ)। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত বিজেএমসির আওতাভুক্ত পাটকলসমূহের পাটজাত পণ্যের উৎপাদন হয়েছে মোট ০.৪৮ লক্ষ মেট্রিক টন, যা গত ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ছিল ১.৬৭ লক্ষ মেট্রিক টন।

বিজেএমসি পাটজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত বিজেএমসির আওতাভুক্ত পাটজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ০.৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন ও রপ্তানি আয় ৫৪৩.৯৫ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পাটজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ও রপ্তানি আয় ছিল যথাক্রমে ০.৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন ও ৬২৮.৭৮ কোটি টাকা। এছাড়া, ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত বিজেএমসি মিল কর্তৃক স্থানীয় পাটজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের পরিমাণ ও মূল্য যথাক্রমে ০.১৪ লক্ষ মেট্রিক টন ও ১৪১.৫১ কোটি টাকা, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ০.৩৯ লক্ষ মেট্রিক টন ও ৪১৩.০৫ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশন (বিজেএমএ)

বর্তমানে বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশন (বিজেএমএ) এর অধীনে মোট সদস্য মিলের সংখ্যা ১৪৬টি (৩৮টি বেসরকারিকরণকৃত ও ১০৮টি নতুন স্থাপিত মিল)। নতুন স্থাপিত মোট ১০৮টি পাটকলের মধ্যে ৮৯টি কম্পোজিট, ৪টি কার্পেট মিল ও ১৫টি বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনকারি মিল রয়েছে। বিজেএমএ এর সদস্যভুক্ত বর্তমান স্থাপিত তাঁত সংখ্যা মোট ১৪২২৩, তন্মধ্যে হেসিয়ান-৬০২৮, স্যাকিং-৭০২৬, সিবিসি-৬৮৭, কার্পেট-৪২ ও অন্যান্য-৪৪০।

চলতি ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত বিজেএমএ এর সদস্যভুক্ত মিলসমূহের মোট পাটজাত পণ্য উৎপাদন ০.৮৬ লক্ষ মেট্রিক টন, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ছিল ২.০৭ লক্ষ মেট্রিক টন। এছাড়া, ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত বিজেএমএ এর সদস্যভুক্ত মিলসমূহের উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ও রপ্তানি আয় যথাক্রমে ০.৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন ও ৪২৫.৯৭ কোটি টাকা, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ১.৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন ও ৯৫৯.২৫ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশন (বিজেএসএ)

বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশনের আওতায় মোট ৯৬টি পাট সূতাকল রয়েছে। এ সকল মিলসমূহ মোটা, মধ্যম ও মিহি কোয়ালিটি জুট ইয়ার্ণ/টোয়াইন তৈরী করে। মিলগুলোর মোট স্পিন্ডেল সংখ্যা ২,২৯,৪৭৬ টি এবং বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায়

৭,৪০,৫০০ মেট্রিক টন। চলতি ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত বিজেএসএ এর আওতাভুক্ত মিলে উৎপাদিত সূতার পরিমাণ ৩.০৯ লক্ষ মেট্রিক টন, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ছিল ৫.৭০ লক্ষ মেট্রিক টন। এছাড়া, ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত বিজেএসএ এর আওতাভুক্ত মিলে রপ্তানির পরিমাণ ও রপ্তানি মূল্য যথাক্রমে ৩.১০ লক্ষ মেট্রিক টন ও ২,০১৫.০০ কোটি টাকা, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ৫.৫৯ লক্ষ মেট্রিক টন ও ৩,৪৭৪.৩২ কোটি টাকা।

জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)

বহুমুখী পাটপণ্য সামগ্রী উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেসরকারি শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে শিল্প স্থাপনের জন্য আর্থিক অনুদানসহ প্রযুক্তিগত ও বিভিন্ন সেবামুলক সুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্যে 'জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)' প্রতিষ্ঠা করা হয়। অন্যান্য অর্থবছরের ন্যায় চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরেও জেডিপিসি বহুমুখী পাটপণ্যের প্রসারে বিভিন্ন সচেতনতা/দক্ষতা উন্নয়নে কর্মশালা, বাজার সমীক্ষাপূর্বক সম্প্রসারণ ও সম্ভাব্যতা যাচাই, মেলার আয়োজন ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, ডিজাইন ওয়ার্কশপ, ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মিলনসহ বিভিন্ন উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। জেডিপিসির প্রচেষ্টায় ২৫টি মাঝারি শিল্প, ১০০টি ক্ষুদ্র ও ৪০০টি কুটির শিল্প স্থাপিত হয়েছে। এ সব কার্যক্রমের ফলে ডাইভারসিফাইড প্রডাক্ট এর চাহিদা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান বছরে প্রায় ৫৩ মিলিয়ন ডলারের বহুমুখী পাটপণ্য রপ্তানি হচ্ছে।

ঙ. বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার বিনিয়োগ পরিস্থিতি

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশের জন্য বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ দেশে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরন অঞ্চল (ইপিজেড) স্থাপনের মাধ্যমে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে দেশে শিল্পখাত বিকাশে তাদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশে বর্তমানে মোট ৮টি ইপিজেডে (চট্টগ্রাম, ঢাকা, মংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা-নীলফামারী, আদমজী ও কর্ণফুলী) ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত সর্বমোট ৫৬১ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে শিল্প স্থাপনের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে, তন্মধ্যে ৪৪১ টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত এবং ১২০ টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উৎপাদনরত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চট্টগ্রাম ইপিজেড এ ১৬৯ টি, ঢাকা ইপিজেড এ ১০২টি, কুমিল্লা ইপিজেড এ ৩৭টি, উত্তরা ইপিজেড এ ১৩টি, মংলা ইপিজেড এ ১৮টি, ঈশ্বরদী ইপিজেড এ ১৪টি, কর্ণফুলী ইপিজেডে ৪৩টি এবং আদমজী ইপিজেড এ ৪৫টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত রয়েছে।

বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহে ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৩,৪৪৯.৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত প্রকৃত বিনিয়োগ হয়েছে ২৬১.৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ১১.২৯ শতাংশ বেশি। অপরদিকে, ইপিজেডসমূহ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত রপ্তানির পরিমাণ ৪৩,৯১৯.৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত ইপিজেড হতে রপ্তানির পরিমাণ ৩,৮৮১.৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থ বছরের একই সময়ের চেয়ে ১০.১৩ শতাংশ বেশি। এছাড়া, চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত বেপজার ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে ২০,৬৪৪ জন বাংলাদেশী শ্রমিকের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত এ যাবতকালে বেপজার ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে সর্বমোট প্রায় ৪.১০ লক্ষ বাংলাদেশীর প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তন্মধ্যে ৬৪ শতাংশই নারী। সারণি ৮.১২ -এ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ব্যয়, রপ্তানি ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য দেখানো হল।

সারণি ৮.১২: ইপিজেডভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ, রপ্তানি ও কর্মসংস্থানের বিবরণ

ইপিজেডসমূহের নাম	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		বিনিয়োগ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	রপ্তানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	কর্মসংস্থান (জন)
	উৎপাদনরত	বাস্তবায়নাধীন			
চট্টগ্রাম ইপিজেড	১৬৯	১২	১,২৯৮.৭৯	২০,৯৬০.০৭	১৮৬,১২৪
ঢাকা ইপিজেড	১০২	১১	১,১১৩.৩৬	১৭,৫৮৩.৬৯	৮৭,০৩৩
কুমিল্লা ইপিজেড	৩৭	৩০	২১৪.৫৯	১২৬৮.০২	২০,০৪১
মংলা ইপিজেড	১৮	১৪	১৭.৭৭	৩৩২.৬৮	১,৫৯৪
উত্তরা ইপিজেড	১৩	১০	৭৪.০০	১২৬.৪৭	১৩,৯২৮
ঈশ্বরদী ইপিজেড	১৪	১০	৮০.৫৮	৩০২.৩৫	৮,২৮৩
আদমজী ইপিজেড	৪৫	১৭	৩০৩.৯৪	১,৫১৪.৯২	৩৯,৮২১
কর্ণফুলী ইপিজেড	৪৩	১৬	৩৪৬.৬৫	১,৮৩১.৪৬	৫২,৮৩৭
মোট	৪৪১	১২০	৩,৪৪৯.৭২	৪৩,৯১৯.৬৬	৪০৯,৬৬১

উৎসঃ বেপজা (BEPZA)। উপাত্তসমূহ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত।

সারণি ৮.১৩ -এ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত ইপিজেডে বিভিন্ন পণ্যভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান দেখানো হলো।

সারণি ৮.১৩: ইপিজেডে পণ্যভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান

ক্রমিক নং	উৎপাদিত পণ্যের নাম	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	বিনিয়োগ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	কর্মসংস্থান (জন)
১.	পোষাক শিল্প	১০৬	১,১৮৭.৬০৮	২,৪২,০৯১
২.	টেক্সটাইল	৪০	৫৬৫.৮২২	২৪,৩১৯
৩.	জুতা ও চামড়াজাত শিল্প	৩০	২০৪.৩১৫	৩০,০১০
৪.	নীট গার্মেন্টস্ ও অন্যান্য বস্ত্র শিল্প	৩৬	২৭৪.৭৯৫	২৯,৫৫৯
৫.	গার্মেন্টস্ এ্যাক্সেসরিজ	৮৬	৪২৯.৭১৪	২১,১৫৫
৬.	ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স	১৬	১৩৬.০৭৭	৪,৫৪১
৭.	তাবু	১০	৭৫.৬১৬	১০,৬৮০
৮.	টুপি	৫	৫৫.০৩২	৭,৯৬৪
৯.	টেরি টাওয়েল	১৮	৭৮.৩৮০	৭,৮১৭
১০.	ধাতব শিল্প	১৩	৪৫.৫৫২	২,৮২৮
১১.	প্লাস্টিক দ্রব্য	১৫	৪৭.২১৭	৩,৩৫৯
১২.	মোড়ক সামগ্রী	৩	১.৬৮৩	১০৭
১৩.	ফিশিং রীল ও গলফ শ্যাফ্ট	১	৩৫.৮৩২	৯৭৮
১৪.	রশি	২	৮.৬৪৯	৫৭১
১৫.	সেবা খাত	৮	৪০.৮৬১	৮৬৯
১৬.	কৃষিজাত শিল্প	১০	৫.১৬৫	৪১৪
১৭.	আসবাবপত্র	৩	৩৫.৭৩৩	৩,৩৪১
১৮.	বিদ্যুৎ শিল্প	২	৯৬.৪৮৫	১২৯
১৯.	কেমিক্যাল শিল্প	৫	২০.৬৬১	১৮৮
২০.	খেলনা	১	১৩.২১৭	১,৯২১
২১.	স্পোর্টস পণ্য	১	১.৫৪৯	৩৪০
২২.	বিবিধ	৩০	৮৯.৭৫১	১৬,৪৮০
সর্বমোট		**৪৪১**	**৩,৪৪৯.৭২২**	**৪,০৯,৬৬১**

উৎসঃ বেপজা (BEPZA)। উপাত্তসমূহ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত।

সারণি ৮.১৪ -এ ২০০৫-০৬ অর্থবছর হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত ইপিজেডে বার্ষিক বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ দেখানো হল।

সারণি ৮.১৪ঃ ইপিজেডে বার্ষিক বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

ইপিজেড		২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫*
ঢাকা	বিনিয়োগ	৬১.৫৭	৮৭.৪৬	১১০.৩৪	৩০.৩৯	৬৪.৩৮	৭২.৩৮	৭৭.১৭	৬৮.৪৫	১২৫.৭৯	৫৬.০২
	রপ্তানি	৯১৮.৩০	১০৩৩.০৩	১১৪৬.৫০	১১৯০.৩৬	১২১৬.৪৯	১৫২১.৭৮	১৬১৪.৪৫	১৭৮০.৭০	১৯৩৭.৫০	১২৮১.০০
চট্টগ্রাম	বিনিয়োগ	৩৫.৯৫	৩২.৬২	১২৬.৪৬	৪৭.২২	৫৭.৫২	৮৫.৮৪	১০১.৭৪	১৩৩.৮৪	১০৯.৪৬	৯৫.২৭
	রপ্তানি	৮৭৩.০৩	৯৭১.৫৪	১১১৭.১৭	১১৮৮.১৫	১৩৩৩.৫৩	১৬৬৬.৮৮	১৮৮৩.৮১	২০৯৫.১২	২২৬১.৬১	১৫৪০.৭৩
মংলা	বিনিয়োগ	০.০০	০.৪৩	২.০৩	০.৯৬	০.০১	০.৭৭	০.০৮	৩.৫২	৫.১০	৩.৯৫
	রপ্তানি	৭.০৯	১.৩১	৮.২৬	৭.০৬	৭.২৯	২৭.৯৩	৫৪.২৪	৭৪.১০	৭৭.২৮	৫২.৫৩
কুমিল্লা	বিনিয়োগ	১০.৬২	২১.০২	৯.৭২	৮.২০	২০.৪৪	৩৬.২৬	২০.০৭	২১.০৬	২৩.৩৯	১৩.৫০
	রপ্তানি	৩৪.৯৯	৪৬.০১	১৩১.৩৮	৯৫.৮৫	৯৫.৩৪	১৪৫.৪৬	১৪৮.৩৬	১৭৬.৯৩	২০৯.৪১	১৬৯.৩৭
উত্তরা	বিনিয়োগ	০.০০	১.২৪	০.১৫	০.১৭	১.৬৯	১১.৯৮	৫.৯৭	২০.৬২	১৭.২৭	১৩.৪২
	রপ্তানি	০.০০	০.০৮	০.০৯৫	০.২৪	১.৯০	৬.৭৭	১৬.০৩	২০.৩৮	৩৩.২২	৪৭.৭৬
ঈশ্বরদী	বিনিয়োগ	০.৭৬	০.০০	১.৪৩	১৪.০৪	১২.২১	২১.৪০	১৭.৮৫	৫.১২	৩.১৫	৪.৫৮
	রপ্তানি	২.৫৪	২.২৩	১.২১	০.৭৯	৭.৫৪	২৫.৯৬	৪১.৫৩	৫৫.৭১	৯৩.১৬	৭০.৫৮
আদমজী	বিনিয়োগ	৪.০০	৭.৬৮	৩৩.৭১	২১.০৭	২৬.১৭	৩৭.০৫	৩৪.৫৫	২৯.৯৯	৭৩.৭৫	৩৫.৯৮
	রপ্তানি	০.২৩	৯.৪৭	১৫.১০	৬০.১৩	১০৩.৬৫	১৬৪.৬৮	২০৭.৩২	২৭৪.১০	৩৮৬.২০	২৯৪.০০
কর্ণফুলী	বিনিয়োগ	-	১.৯১	১৮.৩৪	২৭.৯০	৩৯.৫৮	৪৭.৫৬	৮১.৩৩	৪৫.৯৩	৪৪.৬৭	৩৮.৯৪
	রপ্তানি	-	০.০০	৯.৮৬	৩৯.১৩	৫৬.৮১	১৩৮.১৬	২৪৫.০৫	৩৭৯.৬১	৫২৬.৮৫	৪৩৫.৯৮

উৎসঃ বেপজা (BEPZA)। *ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত।

এ যাবৎ ইপিজেডসমূহে জাপান, কোরিয়া, চীন, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিংগাপুর, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী, সুইডেন, নেদারল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ভারত, পানামা, পাকিস্থান, অষ্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, তুরস্ক, ইউক্রেন, ডেনমার্ক, কুয়েত, রুমানিয়া, পর্তুগাল, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, শ্রীলংকা, বেলজিয়াম, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড, মরিশাস, ওমান, ক্যামন আইল্যান্ড, কানাডা, স্পেন, মালটা ও বাংলাদেশসহ প্রায় ৩৭টি দেশ বিনিয়োগ করেছে।

ইপিজেডসমূহ পশ্চাৎসংযোগ (Backward Linkage) শিল্প স্থাপন ও অনগ্রসর শিল্পে সহায়তা প্রদান করছে। এ ক্ষেত্রে ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ইপিজেডের বাইরে অবস্থিত শিল্প হতে কাঁচামাল সংগ্রহ করা হচ্ছে অপরদিকে তেমনি বাইরে অবস্থিত ১০০ শতাংশ রপ্তানিমুখী শিল্পসমূহে ইপিজেডের অভ্যন্তরে উৎপাদিত বিভিন্ন কাঁচামাল সরবরাহ করছে।

বতর্মানে দেশের ইপিজেডসমূহে রপ্তানি বহুমূখীকরণে ও বৈচিত্রায়নে লক্ষ্যে ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স পণ্য, গাড়ীর যন্ত্রাংশ (নিশান, টয়োটা, হিনো গাড়ীর), মোবাইল ফোনের যন্ত্রাংশ, ক্যামেরা লেন্স ও পার্টস, বিদ্যুৎ, বাইসাইকেল, ব্যাটারী, গলফ শ্যাফট, জুতা ও জুতার এক্সসোরিজ, টেক্সটাইল, এনার্জি সেভিং বাল্ব, আসবাবপত্র, তাঁবু, বুলেট প্রুফ জ্যাকেট, কসমেটিকস ও হলিউড মাসক, চশমা, খেলনা, পোশাক, উইগ ইত্যাদি পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে।

বেসরকারি বিনিয়োগে এ পর্যন্ত ৬টি ইপিজেডে প্রায় ২৯০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ‘ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন ও ডিসট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড’ ঢাকা ইপিজেড ও চট্টগ্রাম ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে।

২০১৩ সালে ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী ও অন্যান্য সুবিধাদি ৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাছাড়া ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিকদের জন্য Social Compliance ৯৩ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে। শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা এবং কল্যাণের জন্য “The EPZ Workers Welfare Association and Industrial Relations Act, 2010” শীর্ষক আইন পাশ করা হয়েছে। তাছাড়া ইপিজেডস্থ শ্রমিকদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ, স্বতন্ত্র শ্রম আইন প্রণয়নের কাজ চলছে।

বেপজার ইপিজেডসমূহের অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানে বর্জ্য শোধনাগার রয়েছে। বেসরকারি উদ্যেগে চট্টগ্রাম, ঢাকা এবং কুমিল্লা ইপিজেডে কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার (CETP) চালু করা হয়েছে। এছাড়া, আদমজী, কর্ণফুলী ও কুমিল্লা ইপিজেডে ৩টি পানি পরিশোধনাগার (WTP) চালু করা হয়েছে।

চ. অন্যান্য শিল্প

ঔষধ শিল্প

বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পে বর্তমানে দেশীয় চাহিদার প্রায় ৯৭ শতাংশের বেশি ঔষধ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হচ্ছে। এর পাশাপাশি ৪৩ টি কোম্পানির বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ ও ঔষধের কাচাঁমাল যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের প্রায় ৯২টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। বর্তমানে দেশে ২৭৫ টি এলোপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতকারি প্রতিষ্ঠান বছরে ২৪,৪০৪ ব্র্যান্ডের প্রায় ১২,৮৬৫ কোটি টাকার ঔষধ উৎপাদন করছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর বাংলাদেশের ঔষধ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ। ঔষধ শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল, প্যাকিং ম্যাটেরিয়ালস আমদানি, ঔষধ উৎপাদন, বিপনন, লাইসেন্স প্রদান, মূল্য নির্ধারণ, আয়ুর্বেদিক, ইউনানী হোমিওপ্যাথিক সহ সকল ঔষধের রেজিস্ট্রেশন প্রদান ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এর আওতাভুক্ত কাজ। ঔষধের গুণগত মান রক্ষায় নমুনা পরীক্ষা/বিশ্লেষণের জন্য বর্তমানে ২টি সরকারি ঔষধ পরীক্ষাগার রয়েছে। ঔষধ শিল্পের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকার মহাখালিতে আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবেরেটরী ও ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবেরেটরী স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে জাতীয় ঔষধ নীতি-২০০৫ আধুনিকায়ন করা হয়েছে এবং ঔষধ নিয়ন্ত্রন আইন-১৯৮২ এবং ঔষধ আইন-১৯৪০ এর সমন্বয়ে একটি একক আইন প্রণয়ণের লক্ষ্যে খসড়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ওষুধের কাঁচামাল উৎপাদনে দেশী ও বিদেশী উদ্যেক্তাদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে গজারিয়ায় একটি এপিআই (একটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট) পার্ক স্থাপনের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সারণি ৮.১৫ -এ দেশের ঔষধ রপ্তানির চিত্র তুলে ধরা হল।

সারণি ৮.১৫ঃ স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল রপ্তানি

(কোটি টাকা)

বছর	প্রস্তুতকৃত ঔষধ	ঔষধের কাঁচামাল	যে কয়টি দেশে রপ্তানি হয়
২০০৫	১৪২.১০	১৪.৭৫	৬৭
২০০৬	২৫১.৯৯	১৪.৩৪	৬১
২০০৭	২৩৪.৭১	১৩.০৩	৬৭
২০০৮	৩১৩.১১	১৪.৬১	৭১
২০০৯	৩৩৫.২১	১১.৯৬	৭৩
২০১০	৩২৭.৪৩	৫.১২	৮৪
২০১১	৪২১.২২	৪.৯৩	৮৭
২০১২	৫৩৯.৬২	১১.৬০	৮৭
২০১৩	৬০৩.৮৭	১৬.০৬	৮৭
২০১৪	৭১৪.২০	১৯.০৭	৯২

উৎসঃ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

ছ. শিল্প সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)

বিএসটিআই পণ্যের পরীক্ষা পদ্ধতির জাতীয় মান নির্ধারণ, নির্ধারিত মানের ভিত্তিতে পণ্যের গুণগতমানের পরীক্ষা/বিশ্লেষণ, নিয়ন্ত্রণ, নিশ্চয়তা বিধান এবং সঠিক ওজন ও পরিমাপের তদারকির দায়িত্ব পালন করে থাকে। এ প্রতিষ্ঠান দেশে উৎপাদিত/আমদানিকৃত/বাজারজাতকৃত পণ্যের নমুনা জমাদান, পরীক্ষণ, গুণগতমানের সনদ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' ভিত্তিতে সম্পাদন করে থাকে।

অবৈধ ও নিম্নমানের পণ্যের উৎপাদন, বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধে বিএসটিআই কর্তৃক ২০১৪-১৫ অর্থবছরের (ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত) মোট ৫৭৭টি ভ্রাম্যমান আদালত ও ৪২৭টি সার্ভিল্যান্স টীম পরিচালনার মাধ্যমে মোট ৯৪৭টি মামলা দায়ের করা হয়। পাশাপাশি, সঠিক ওজন ও পরিমাপ নিশ্চিতকরণে মোট ২৯৮টি ভ্রাম্যমান আদালত ও ১৪৬টি সার্ভিল্যান্স টীম পরিচালনার মাধ্যমে ৬৪৪টি মামলা দায়ের করা হয়। এ সকল মামলায় সর্বমোট ২ কোটি ৩৯ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা জরিমানা আদায়পূর্বক অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

ইতোমধ্যে বিএসটিআই এর বিভিন্ন ল্যাবরেটরী ভারতের National Accreditation Board for Testing Laboratories (NABL) থেকে Accreditation অর্জন করেছে। বিএসটিআই এর Product Certification এর আওতায় অক্টোবর, ২০১৪ পর্যন্ত সর্বমোট ১৪টি পণ্যের জন্য ভারতের National Accreditation Board for certification Body (NABCB) থেকে Accreditation পাওয়া গেছে। আরও বিভিন্ন পণ্যকে সমান্বয়ে এক্রিডিটেশনের আওতায় আনার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এছাড়া, Norwegian Accreditation ও Bangladesh Accreditation Board (BAB) যৌথভাবে বিএসটিআই এর National Metrology Laboratories (NML) এর ৬টি ল্যাবকে Accreditation প্রদান করেছে।

বিএসটিআই এর Management System Certification কার্যক্রমও Norwegian Accreditation Authority থেকে Accreditation পেয়েছে। বিএসটিআই থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোয়ালিটি ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 9001, পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 14001 এবং খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 22000 এর উপর ২৬টি Management System Certificate প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ISO সনদ প্রাপ্তির জন্য আরও বেশকিছু প্রতিষ্ঠানের আবেদন প্রক্রিয়াধীন আছে।

ইতোমধ্যে সিলেট ও বরিশাল বিভাগসহ ফরিদপুর, কুমিল্লা, রংপুর, কক্সবাজার ও ময়মনসিংহ জেলায় বিএসটিআই এর অফিস-কাম-ল্যাবরেটরী স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণপূর্বক কাজ শুরু করা হয়েছে। জার্মানীর GIZ এর আর্থিক সহায়তায় বিএসটিআইতে একটি আধুনিক Energy Efficient Testing ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, CNG Mass Verification Laboratory ও Chemical Metrology Laboratory (CML) স্থাপন এবং South Asian Regional Standards Organisation (SARSO) এর অফিস ভবন ঢাকায় বিএসটিআই কম্পাউন্ডে নির্মিত হয়েছে।

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) বাংলাদেশের মেধাসম্পদ বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনায় একটি বিশেষায়িত সংস্থা। নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের জন্য পেটেন্ট স্বত্ব মঞ্জুর, নতুন ও মৌলিক ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডিজাইন নিবন্ধন, ট্রেডমার্কস নিবন্ধন এবং নতুন নতুন আবিষ্কারকে উৎসাহিত করার দায়িত্ব পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত। পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট আইন মোতাবেক পরিচালিত হয়ে থাকে। পেটেন্ট মঞ্জুর, ডিজাইন এবং ট্রেডমার্কস নিবন্ধন প্রভৃতি সেবা প্রদান করে সংস্থার নন-ট্যাক্স রেভিনিউ খাতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত আয় ৭.২৬ কোটি টাকা। যা গত ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ছিল প্রায় ১০.৫৯ কোটি টাকা। পেটেন্ট, ডিজাইন এবং ট্রেডমার্কস এর জন্য ২০১৪ সালে দেশী-বিদেশী মিলে মোট দরখাস্ত প্রাপ্তি সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৯৩ টি, ১,৩৭৯ টি এবং ১১,৫৪১ টি, যা নিস্পত্তি করা হয়েছে যথাক্রমে ১২১ টি, ৮০২ টি এবং ৪,১৭২ টি। এছাড়া, সংস্থা সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ যথা: ট্রেডমার্কস সংশোধনী আইন ২০১৪, ট্রেড মার্কস বিধিমালা ২০১৩, পেটেন্ট আইন ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন আইন, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) বিধিমালা-২০১৪ প্রভৃতি অনুমোদন/সংশোধন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়

সাধারণত সকল শিল্প কারখানাই বয়লার ব্যবহার করে থাকে । তন্মধ্যে তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কেমিক্যাল কোম্পানী, সার-কারখানা, কাগজকল, চিনিকল, ঔষধ প্রস্তুত কারখানা, জুট মিল, কটন মিল, টেক্সটাইল মিল ও গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

শিল্প কারখানার বয়লারের সুষ্ঠু ও নিরাপদ চালনা নিশ্চিত এবং বয়লারের সাথে সংশ্লিষ্ট জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশের শিল্পায়নে প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় অবদান রেখে আসছে। মূলতঃ বয়লার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী বয়লার ড্রইং, ডিজাইন ও বয়লার স্থাপনের পদ্ধতি পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক রেজিষ্ট্রেশন প্রদান; বয়লার পরিদর্শনপূর্বক সনদপত্র প্রদান; বয়লার পরিচালকদের অপারেশন সংক্রান্ত সনদপত্র প্রদান প্রভৃতি কার্যক্রম অত্র দপ্তর সম্পন্ন করে থাকে। এ প্রতিষ্ঠান থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত) মোট ২,৯২২ টি বয়লার পরিদর্শন ও চালানোর অনুমতি প্রদান; ২২২টি নতুন বয়লার রেজিষ্ট্রেশন প্রদান; ১১৩টি স্থানীয়ভাবে তৈরি বয়লার পরিদর্শনপূর্বক সার্টিফিকেট প্রদান; এবং ৯৬৪ জন বয়লার পরিচালকদের পরীক্ষা গ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। চলতি এ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত এ দপ্তর ২.৩২ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করেছে। এছাড়া, ই-গভঃ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তথ্য সম্বলিত Website ও সফটওয়্যার তৈরিসহ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে এর ৩টি আঞ্চলিক অফিস স্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)

বাংলাদেশের বিভিন্ন পরীক্ষাগার, সনদপ্রদানকারি সংস্থা, পরিদর্শন সংস্থা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড গঠিত হয়। বিএবি জাতীয় মান অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্য (Quality Infrastructure), সাযুজ্য নিরূপন পদ্ধতি (Conformity Assessment Procedure) প্রতিষ্ঠা করে দেশে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার মানোন্নয়ন, ভোক্তার অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ তথা দেশের সার্বিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে।

বিএবি ইতোমধ্যে দেশীয় ও বহুজাতিক কোম্পানীর ১৭টি টেস্টিং, ১টি ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরি ও ১ টি মেডিকেল ল্যাবরেটরীকে যথাযথ প্রক্রিয়ায় সক্ষমতা মূল্যায়নের (Assessment) মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মান অনুসারে এ্যাক্রেডিটেশন প্রদান করেছে।আর ও ৩৫-৪০ টি আবেদনপত্র এ্যাক্রেডিটেশন প্রদানের প্রক্রিয়া বাস্তবায়নাধীন আছে। এছাড়া, জাতীয় মান অবকাঠামো (Quality Infrastructure) এর টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষ কারিগরি জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য বিএবি নিয়মিতভাবে সাযুজ্য নিরূপণ ও মান সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে থাকে।

বিএবি ইতোমধ্যে International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) এর এফিলিয়েট সদস্য ও Pacific Accreditation Cooperation (PAC) এর সহযোগী সদস্যপদ লাভ করেছে। এছাড়া, ২০১৪ সালে বিএবি APLAC এর পূর্ণ সদস্যপদ অর্জন করেছে এবং ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে Mutual Recognition Arrangement (MRA) চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ফলে বিএবি কর্তৃক এ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সনদ আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পাবে।

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) বিভিন্ন বিষয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরামর্শ প্রদান, শিল্প প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের নকশা প্রণয়ন ও সেগুলো তৈরি/মেরামত করে (স্থানীয় ও আমদানি বিকল্প) দেশের শিল্পায়নে সহায়তা করে থাকে। এর লক্ষ্য হচ্ছে শিল্পক্ষেত্রে দক্ষ কারিগরি জনবল সৃষ্টি করা, উন্নত প্রযুক্তি আহরণ ও হস্তান্তরসহ শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি। এতে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে উৎপাদন প্রক্রিয়া চলমান রাখার সহায়তার পাশাপাশি এরূপ সহায়তা প্রদান খাত থেকে রাজস্ব আহরণও হয়ে থাকে।

শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরামর্শ প্রদান, শিল্প প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের নকশা প্রণয়ন ও সেগুলো তৈরি/মেরামত বাবদ বিটাকের এ খাত থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের আয় হয়েছে ১৯.৯৯ কোটি টাকা, যা চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত আয় দাঁড়িয়েছে ১২.৯২ কোটি টাকা। পাশাপাশি, বিটাক কর্তৃক ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ফ্রেবুয়ারি পর্যন্ত ২৮টি স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে সর্বমোট ২৪৭ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে আগত ৭৫৬ জন ছাত্র-ছাত্রীকে এ্যাটাচমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদান করা করেছে।

এছাড়া, স্থানীয় যন্ত্রপাতি ও আমদানি বিকল্প যন্ত্রপাতি তৈরি করে এবং অন্যান্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে বিটাক দেশে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র বিমোচনেও সহায়তা করছে। বিশেষ করে, দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) কর্তৃক 'Extension of BITAC for Self-employment and Poverty Alleviation through hands on technical training highlighting women (2nd Revised)' শীর্ষক প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত ২,২০৯ জন পুরুষ ও ২,২৪৬ জন মহিলাসহ সর্বমোট ৪,৪৫৫ জনের বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কর্মসংস্থান হয়েছে এবং কেউ কেউ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে নিজেরাই স্বাবলম্বী হয়েছে।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

জাতীয় এবং কারখানা পর্যায়ে পণ্যের গুনগত মান উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সচেতনতা সৃষ্টি, উৎপাদনশীলতা অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি প্রয়োগ ও বাস্তবায়নসহ বহুমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি তথা জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত করার লক্ষ্যে এনপিও একটি বিশেষায়িত দপ্তর। প্রতিষ্ঠানটি কৃষি খাতসহ জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকান্ডে অব্যাহতভাবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রুপান্তর এবং বেসরকারি উদ্দ্যেগে শিল্পায়নকে উৎসাহিতকরণে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া, টোকিও ভিত্তিক এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর সদস্যভুক্ত দেশের উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কর্মসূচি কাজে লাগানোর লক্ষ্যে এনপিও ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে (ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত) এনপিও কর্তৃক ৪টি গবেষণা প্রতিবেদন; ৭টি কারখানায় কিউসি ও ফাইভ-এস কর্মসূচি পরিচালনা; ৭টি কারখানা উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কোষ গঠন; ৩২টি সচেতনতা প্রচারাভিযান; ১২৫৩৫টি উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রচার পুস্তিকা বিতরণ; ৫২টি কারখানা হতে উপাত্ত সংগ্রহ; মোট ২৫টি প্রশিক্ষণে ৭৯৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান; এপিও প্রোগ্রামে (আন্তর্জাতিক) বাংলাদেশ হতে ৩০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ; এবং এপিও - এনপিও'র যৌথ উদ্যোগে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় ৩টি ডিসটেন্স লার্নিং প্রশিক্ষণ কোর্স ৭৬ জন অংশগ্রহণসহ প্রভৃতি কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। এছাড়া, প্রতিষ্ঠানটি আইসিটি সেল গঠণ, নাগরিক সেবাসমূহ অনলাইন ভিত্তিক প্রদান, বিভিন্ন কর্মসূচি, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজন এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ 'ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এবং কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড' প্রদান করেছে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) দক্ষ ব্যবস্থাপক তৈরীর জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণা কর্ম এবং ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার উন্নয়নের জন্য পরামর্শ সেবা প্রদানের কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়োজিত রয়েছে। বিশেষতঃ শিল্প ও বাণিজ্য খাতে নির্বাহী পর্যায়ের মানব সম্পদ উন্নয়নে বিআইএম জাতীয় পর্যায়ের প্রধান বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

বিআইএম ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন শাখায় স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ, ১-বছর মেয়াদি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা এবং ছয়মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সসহ অন্যান্য বিশেষায়িত কোর্সের আয়োজন ও পরামর্শ সেবা প্রদান করে থাকে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত বিআইএম ৪৫,০০০-এর অধিক প্রশিক্ষণার্থীকে স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৩৪টি স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৭০৩ জন অংশগ্রহণকারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এছাড়া, ২০১৪ ও ২০১৫ সালে ৫টি এক বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সে যথাক্রমে ৫২৮ প্রশিক্ষণার্থীকে গ্রাজুয়েশন প্রদান ও ৮৯১ জন প্রশিক্ষণার্থীর ভর্তি সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি, ডিপ্লোমা ইন সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স ও ডিপ্লোমা ইন কোয়ালিটি এন্ড প্রডাক্টিভিটি বিষয়ে ছয় মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সে ২০১৩ ও ২০১৪ সালে যথাক্রমে ৪৬ প্রশিক্ষণার্থীকে গ্রাজুয়েশন প্রদান ও ৫৯ জন প্রশিক্ষণার্থীর ভর্তি সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুসারে মোট ১৯ টি অনুরোধকৃত কোর্সে ৪৫৫ জন প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জ. শিল্প ঋণ

বাংলাদেশের মত কৃষি-নির্ভর উন্নয়নশীল দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাঙ্খিত গতিশীলতা অর্জনকল্পে প্রয়োজন দ্রুত শিল্পায়ন। এ প্রেক্ষিতে শিল্প খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্রুত শিল্পায়নকল্পে বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে শিল্পঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান ২০১৪-১৫ অর্থবছরেও অব্যাহত রয়েছে। ফলে শিল্প খাতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ ও আদায় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছর হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত বছরওয়ারি শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি ৮.১৬ -এ দেখানো হলো।

সারণি ৮.১৬ঃ শিল্প ঋণের বছরভিত্তিক বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	বিতরণ			আদায়কৃত ঋণ		
	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট
২০০৫-০৬	২৮,৪৪৮.৫৩	৯৬৫০.০২	৩৮,০৯৮.৫৫	২২,৯৭৫.৯৫	৬৭৫৯.৫২	২৯,৭৩৫.৪৭
২০০৬-০৭	৩১,৬৫১.৩২	১২,৩৯৪.৭৮	৪৪,০৪৬.১০	২৩,৭৯০.৫৪	৯,০৬৮.৪৫	৩২,৮৫৮.৯৯
২০০৭-০৮	৩৯,৯৬৩.৪৯	২০,১৫০.৮২	৬০,১১৪.৩১	২৮,৮৪৯.৬০	১৩,৬২৪.২০	৪২,৪৭৩.৮০
২০০৮-০৯	৪৫,০২৮.২৮	১৯,৯৭২.৬৯	৬৫,০০০.৯৭	৩৬,৫৯৭.৮৯	১৬,৩০২.৪৮	৫২,৯০০.৩৭
২০০৯-১০	৫৯,১৭১.৯৫	২৫,৮৭৫.৬৬	৮৫,০৪৭.৬১	৪৫,২৩১.৭৫	১৮,৯৮২.৭০	৬৪,২১৪.৪৫
২০১০-১১	৭১,৩০০.৩৫	৩২,১৬৩.২০	১০৩,৪৬৩.৫৫	৫৬,৬৯৪.৯৯	২৫,০১৫.৮৯	৮১,৭১০.৮৮
২০১১-১২	৭৬,৬৭৪.৯৮	৩৫,২৭৮.১০	১১১,৯৫৩.০৮	৬৪,৪০০.২৭	৩০,২৩৬.৭৪	৯৪,৬৩৭.০১
২০১২-১৩	১০৩,১৬৫.৫৬	৪২,৫২৮.৩১	১৪৫,৬৯৩.৮৭	৮৫,৪৯৬.১৪	৩৬,৫৪৯.৪১	১২২,০৪৫.৫৫
২০১৩-১৪	১২৬,১০২.৫৯	৪২,৩১১.৩২	১৬৮,৪১৩.৯১	১১৩,২৯১.২৫	৪১,৮০৬.৬৯	১৫৫,০৯৭.৯৪
২০১৪-১৫*	৭৭,২১৭.৫৩	৩১,৪৫৩.৫৫	১০৮,৬৭১.০৮	৫৮,১২৬.৫৩	২৩,৬৩৭.১৭	৮১,৭৬৩.৭০

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত।

২০০৫-০৬ অর্থবছর হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, এ সময়কালে শিল্পখাতে ঋণ বিতরণ ও আদায় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত শিল্পখাতে বিতরণ ও আদায়কৃত ঋণের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১,০৮,৬৭১.০৮ কোটি টাকা ও ৮১,৭৬৩.৭০ কোটি টাকা। বিতরণকৃত ও আদায়কৃত শিল্পঋণের এ প্রবৃদ্ধি দেশের শিল্পায়নে গতিশীলতা আনয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে টেকসই করার পাশাপাশি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে আরও উচ্চতর মাত্রা নিশ্চিত করতে মূখ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।